গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নথি নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০১.০০১.২০১৮ (খন্ড-২).১৮৪ তারিখ:২৫.০৪.২০১৮খ্রি:

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) এর শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত,কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১৫.০৪.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত ।

উপযুক্ত বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) এর শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত,কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১৫.০৪.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।

০২. এমতাবস্থায়,কমিটির নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো :

ক্র: নং	বিবেচ্য বিষয়	কমিটির সুপারিশ
০১.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর জানিয়েছে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ০৭/০৬/২০১৬ তারিখের পত্রে মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন আঞ্চলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারি প্রধান শিক্ষক ও আয়া এর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে তারা উক্ত পত্রকে চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৮১৮১/২০১৬ দায়ের করে। উক্ত মামলায় গত ১৫/১১/২০১৬ তারিখের অন্তবর্তীকালীন আদেশে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পত্রের কার্যকারিতা ০৬ (ছয়) মাসের জন্য স্থগিতাদেশ প্রদান করা হয়। রীট পিটিশন নং-৮১৮১/২০১৬ এর গত ০৮/১১/২০১৭ তারিখের আদেশে পূর্বে জারীকৃত স্থগিতাদেশের মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাসের জন্য Extention করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের অন্তবর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে Civil Petition for leave to appeal No 2923 of 2017 দায়ের হলে উক্ত মামলার গত ২২/১০/২০১৭ তারিখের আদেশে আপীল মোকদ্দমাটি dismissed (খারিজ) হয়ে যায়। গত ২৯/১০/২০১৭ তারিখের আদেশের পূর্বে জারীকৃত stay order এর মেয়াদ পুনরায় ০৬(ছয়) মাসের জন্য বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে যে “Our opinion is that Directorate should take steps to release the M.P.O of the petitioners as per the order of the Hon’ble Court”.অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামতের আলোকে পিটিশনার/আবেদনকারীদের বেতন ছাড়করণ করার জন্য অধিদপ্তর অনুরোধ জানিয়েছে। তবে মূল মামলা হতে যে আদেশ আসবে তা বর্ণিত পিটিশনারদের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।	অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামতের আলোকে পিটিশনার/আবেদনকারীদের (মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন আঞ্চলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারি প্রধান শিক্ষক ও আয়া)বেতন ছাড়করনের জন্য কমিটি সুপারিশ করে। তবে মূল মামলা হতে যে আদেশ আসবে তা বর্ণিত পিটিশনারদের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত অনুযায়ী অধিদপ্তর আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

০২.	হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলাধীন নবীগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ জনাব গোলাম হোসেন আজাদ (ইনডেক্স নং: ০১৭১৯৪) এর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, অসদাচরণ, তহবিল তছরুপ, নৈতিক স্খলন ও কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সিলেট অঞ্চল, সিলেট-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনে দেখা যায়, অধ্যক্ষ জনাব গোলাম হোসেন আজাদ এর প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহার অভিযোগসমূহ সঠিক। তাছাড়া তদন্ত কর্মকর্তাকে তদন্তকাজে অসহযোগিতা এবং তদন্ত না করতে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তাকে অসহযোগিতা এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে প্রমানিত হওয়ায় অধ্যক্ষ জনাব গোলাম হোসেন আজাদ এর বিষয়ে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে ।	যাচাই বাছাই সাপেক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বিষয়টি নিস্পত্তি করবে ।
০৩.	মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলাধীন দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর সহকারী শিক্ষক জনাব জয়দেব কুমার সাহা কর্তৃক চলমান মামলায় তথ্য গোপনপূর্বক তথ্য প্রেরণ ও এনটিআরসিএ এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত সহকারি শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা) জনাব মো: আশরাফুল হক এর এম.পি.ও স্থগিত করার বিষয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্ত করা হয়। দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের মন্তব্যে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে, মহামান্য হাইকোর্টের রীট মামলার discharge ও সিভিল মামলায় অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, দো-তরফা সূত্রে না মঞ্জুর হয়। জনাব জয়দেব কুমার সাহা সহকারি শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) হয়ে তিনি সহকারি শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা) বলে বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করেন যা মোটেই কাম্য নহে। কাজেই তথ্য গোপনের কোন ঘটনা ঘটেনি এবং এম.পি.ও ভুক্তির জন্য কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকায় জনাব জয়দেব কুমার সাহা এর অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মনে করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টা লিখিত মতামত প্রদান করছেন। মতামতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, Our opinion is that the name of Mr. Ashraful Haque may be included in the MPO scheme as per Janobol Kathamo provided the fulfills the other requirements of appointment process was conducted in accordance with law. Moreover, if there is any adverse result in the litigation, the decision shall be borne by Mr. Haque.	জনবল কাঠামোর ১৭(১) ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বিষয়টি নিস্পত্তি করবে।
০৪.	বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলাধীন শহীদ স্মরণিকা ডিগ্রি কলেজে পূর্বে যোগদানকারী প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) জনাব মো: নজরুল ইসলাম এর এম.পি.ও ভুক্তির আবেদন অগ্রায়ন না করে পরে যোগদানকারী প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) জনাব ইমরুল কায়েস এর এম.পি.ও ভুক্তির আবেদন প্রেরন করায় জনবল কাঠামো নির্দেশিকা ১৮ (১)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী (অধ্যক্ষ, শহীদ স্মরণিকা ডিগ্রী কলেজ, উজিরপুর, বরিশাল) বেতন ভাতার সরকারি অংশ (এম.পি.ও) কেন সাময়িকভাবে স্থগিত করা হবে না ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তদন্ত করে সুস্পষ্ট মতামত/সুপারিশসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে।

	জবাবে অধ্যক্ষ জানিয়েছেন যে, জনাব ইমরুল কায়েসের (প্রভাষক) নিয়োগের জন্য পত্রিকায় তিনবার বিজ্ঞপ্তি প্রদান ২৬/০৬/২০১২ তারিখে নিয়োগ, ২৭/০৬/২০১২ তারিখে প্রভাষক পদে যোগদান এবং ২৭/০৯/২০১২ তারিখ এম.পি.ও ভুক্তির আবেদন, কর্মকান্ডের সাথে অধ্যক্ষ বা কলেজ কর্তৃপক্ষ আদৌ জড়িত নয়। জবাব বিবেচনা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় তদন্ত করে জনবল কাঠামোর নির্দেশিকা ১৮(১)(গ) মোতাবেক অধ্যক্ষের উপর আনিত অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।	
০৫.	জনাব মাহমুদা সুলতানা শরীরচর্চা শিক্ষক পদে ২৭/০৩/২০০৫ তারিখে কলেজ শাখায় যোগদান করেন। যোগদানকালীন সময় প্রতিষ্ঠানটির কলেজ শাখা এম.পি.ও ভুক্ত ছিল না। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠানটির উচ্চ মাধ্যমিক স্তর এম.পি.ও ভুক্ত হয়। ২০১০সালে কলেজ শাখার শিক্ষক-কর্মচারী এম.পি.ও ভুক্ত করা হলে নিম্নোক্ত কারণে জনাব মাহমুদা সুলতানাকে এম.পি.ও ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। (ক) যোগদানের তারিখে নিবন্ধন সনদের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তার নিবন্ধন সনদ ছিল না। (খ) জনবল কাঠামো ১৯৯৫ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা ২য় শ্রেণির স্নাতক (পাস) সহ সকল স্তরে ২য় শ্রেণি বাধ্যতামূলক ছিল, তবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের স্নাতক পর্যায়ে ৩য় বিভাগ রয়েছে। (গ) যোগদানের তারিখ পর্যন্ত বি.পি.এড সনদ ছিল না ; (ঘ) নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডে মাউশি অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ছিল না ; (ঙ) মাধ্যমিক স্তরে ১ জনের স্থলে ২ জন শিক্ষক এম.পি.ও ভুক্ত ছিল বিধায় প্যাটার্ণভুক্ত পদ শূন্য ছিল না ; উল্লেখ্য, কদমতলা পূর্ব বাসাবো উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের মাধ্যমিক শাখাটি ডাবল শিফট হিসেবে অনুমোদিত। জনাব মাহমুদা সুলতানার নিয়োগকালীন সময়ে মাধ্যমিক শাখায় ০২ জন শরীরচর্চা শিক্ষক নিয়োগের জন্য ০৯/০৩/২০০৫ তারিখে জাতীয় পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং ২৫/০৩/২০০৫ তারিখে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ মার্চ ২০০৫ তারিখে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য নিবন্ধন বিধিমালা জারী করা হয়। নিয়োগকালীন সময়ে জনবল কাঠামো ১৯৯৫ মোতাবেক স্নাতকসহ সকল পর্যায়ে ২য় শ্রেণির বাধ্যবাধকতা থাকলেও জনবল কাঠামো-২০১০ মোতাবেক শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ১টি তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি শিথিল করা হয়। যোগদানের তারিখে বি.পি.এড সনদ ছিল না তবে ১১/০৪/২০০৫ তারিখে তিনি বি.পি.এড সনদ অর্জন করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ২০/১১/২০১২ তারিখের শিম/শাঃ-১৩ এম.পি.ও-১২৩/০৯(অংশ-৬)/২৯০নং পত্রে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এম.পি.ও ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়োগকালে যে সকল শিক্ষক-কর্মচারীর কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতার ও প্রশিক্ষণ ছিল না কিন্তু ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ এম.পি.ও নীতিমালা জারীর পূর্বে কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ অর্জন করেছেন তাদেন জন্য এ আদেশ প্রযোজ্য হবে মর্মে একটি পত্র জারী করা হয়। কদমতলা পূর্ব বাসাবো উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজটির উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এম.পি.ও ভুক্ত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের ২০/১১/২০১২ তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনাব মাহমুদা সুলতানার বি.পি.এড ডিগ্রি শিথিলযোগ্য হবে। শরীরচর্চা শিক্ষকের নিয়োগ বোর্ডে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমোদিত ডিজি'র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনাব মাহমুদাকে সুলতানাকে শরীরচর্চা শিক্ষক পদে এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। জনবল কাঠামোর ১৭(১) ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে।

	তবে ক্রীড়া পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) নিয়োগ বোর্ডে উপস্থিত ছিলেন। এ প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তার প্রস্তাবটি বিবেচনার সুপারিশ করেছেন।	
০৬.	মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলাধীন মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর সহকারি শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: মুজিবর রহমান (ইনডেক্স নং-১০৫৭৮৪৯)এর স্থগিতকৃত বেতন-ভাতাদি ছাড়করনের বিষয়ে পরবর্তীতে তবে অর্জিত কম্পিউটার সনদের সঠিকতা যাচাইপূর্বক বিষয়টি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে স্থগিত এম.পি.ও ছাড়করণের বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জেলা শিক্ষা অফিসার, মেহেরপুর-কে বর্ণিত শিক্ষকের নিয়োগ পরবর্তীতে অর্জিত কম্পিউটার সনদের সঠিকতা যাচাইপূর্বক বিষয়টি আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে স্থগিত এম.পি.ও ছাড়করণের বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হলে তিনি তার অর্জিত শহর সমাজসেবা কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা এর যাচাই সনদ অনুযায়ী বর্ণিত শিক্ষকের কম্পিউটার সনদটি সঠিক ও নির্ভুল রয়েছে মর্মে জানিয়েছেন।	পরিদর্শন ও নীরিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সহকারি শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: মুজিবর রহমান (ইনডেক্স নং-১০৫৭৮৪৯)এর জাল কম্পিউটার সনদের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন । সনদ জালিয়াতির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিটি সুপারিশ করে।
০৭.	ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলাধীন পি.এম নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব গোলাম মোস্তফা, ইনডেক্স নম্বর-১০৩৮৮৮৭, (২০০৯ সাল, হতে বেতন ভাতা স্থগিত) কর্তৃক বিধিবহির্ভূতভাবে এম.পি.ও ভুক্ত হওয়ার দায়ে তাঁর বেতন-ভাতা সাময়িকভাবে স্থগিত রয়েছে। নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত শিক্ষক ২০০২ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ২০০৫ সালে এম.পি.ও ভুক্ত হন। কিন্তু একই জেলার আফাজ উদ্দিন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব দয়াল চন্দ্র রায়ের ইনডেক্স নম্বর-২১০২৬৯ ভুলক্রমে পি.এম.নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব গোলাম মোস্তফার নামে মুদ্রিত হওয়ার বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয় বিধায় মে/২০০৯ সাল হতে তার ইনডেক্স নম্বর-২১০২৬৯ সহকারী শিক্ষক জনাব দয়াল চন্দ্র রায়ের নামে পুন:মুদ্রিত করা হয় এবং জনাব গোলাম মোস্তফার নামে উক্ত ইনডেক্সের পরিবর্তে নতুন ইনডেক্স-১০৩৮৮৮৭ দিয়ে বেতন-ভাতা স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে পি.এম নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক উক্ত সহকারী শিক্ষক জনাব গোলাম মোস্তফার স্থগিত বেতন-ভাতা ছাড়করণের জন্য মাউশি অধিদপ্তরে আবেদন করা হলে বিষয়টি সম্পর্কে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার, ঝালকাঠী-কে পত্র দেয়া হয়। সে মোতাবেক তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব গোলাম মোস্তফাসহ ০৪ জন শিক্ষক সর্বজনাব বিশ্বনাথ হালদার (ইনডেক্স-২১৩৩২৭), শিখা রাণী (ইনডেক্স-৪৭২০৮৩) এবং ফাতেমা ইয়াসমিন (প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য মোতাবেক ২০১২ সালে চাকুরী ছেড়ে অন্য পেশায় চলে গেছেন) ২০০৪ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ২০০৫ সালে এম.পি.ও ভুক্ত হন। কিন্তু উক্ত শিক্ষকদের এম.পি.ও ভুক্তির জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদন করা হয়নি এবং জেলা শিক্ষা অফিসার, ঝালকাঠি কর্তৃক অগ্রায়ণ/সুপারিশ করা হয়নি বলে তদন্তে প্রমাণিত হয় অর্থাৎ বিধিবহির্ভুতভাবে এম.পি.ও ভুক্ত হয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রধান শিক্ষক জনাব সমীরন বিকাশ রায় (ইনডেক্স-২৯০২৩৬)-কে জনাব গোলাম মোস্তফাসহ ০৪ জন শিক্ষকের বিধিবহির্ভুতভাবে এম.পি.ও ভুক্ত করাসহ বেতন-ভাতা প্রদান করা এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার দায়ে প্রধান শিক্ষধকসহ বিশ্বনাথ হালদার ও শিখা রাণী শিক্ষকদ্বয়ের বেতন-ভাতা মার্চ/২০১৭ মাস হতে সাময়িকভাবে	এ বিভাগের আইন সেল মতামত প্রদান করেচে যে, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং ৬৯৯৭/২০১৫ বিচারাধীন থাকা অবস্থায় চূড়ান্ত রায় ঘোষনা না হওয়া পর্যন্ত জনাব গোলাম মোস্তফার নাম এম.পি.ও হতে স্থায়ীভাবে কর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন হবে না । যা অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে মর্মে কমিটি সুপারিশ করে।

<table>
<tr><td></td><td>স্থগিত করা হয়েছে এবং জনাব গোলাম মোস্তফার বেতন-ভাতা পূর্ব থেকেই স্থগিত করা আছে। উক্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা সাময়িকভাবে স্থগিত করে কেন স্থায়ীভাবে নাম কর্তন করা হবেনা মর্মে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত শিক্ষকগণ কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রেরণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, ২০০৯ সাল হতে বেতন-ভাতা স্থগিতকৃত সহকারী শিক্ষক জনাব গোলাম মোস্তফা কর্তৃক তার বেতন-ভাতা ছাড়করণের জন্য মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন নং-৬৯৯৭/২০১৫ দায়ের করেন যা বর্তমানে বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আইনসেল মতামতে উল্লেখ করেছেনযে, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৬৯৯৭/২০১৫ বিচারাধীন থাকা অবস্থায় চুড়ান্ত রায় ঘোষনা না হওয়া পর্যন্ত বর্ণিত শিক্ষকের নাম এম.পি.ও হতে স্থায়ীভাবে কর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন হবে না।</td><td></td></tr>
<tr><td>০৮.</td><td>পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলাধীন আমির হোসেন প্রগতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম) জনাব মাহিনুর এনটিআরসিএ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হনতার শিক্ষাগত যোগ্যতা দাখিল, আলিম, বিএ(পাস) ও ইসলামি শিক্ষায় এম.এ।
বর্ণিত সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম) এর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সর্বশেষ জনবল কাঠামো (২৪/০৩/২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর নির্দেশিত শিক্ষাগত যোগ্যতা (পরিশিষ্ট 'ঘ' অনুযায়ী) নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:
<table>
<tr><th>জনবল কাঠামো অনুযায়ী সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম) এর শিক্ষাগত যোগ্যতা</th><th>বর্ণিত সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম) এর শিক্ষাগত যোগ্যতা</th></tr>
<tr><td>(১)কামিল/সমমান ডিগ্রি বেতন গ্রেড-১০(১৬,০০০/-৩৮,৬৪০/-)
(২)ফাযিল/সমমান ডিগ্রি বেতন গ্রেড-১১ (১২,৫০০/-৩০,২৩০/-)</td><td>দাখিল-১ম-২০০০
আলিম-১ম-২০০২
বি.এ(পাস)-১ম-২০০৭
এম.এ (ইসলাম শিক্ষা)-১ম-২০০৯ নিবন্ধন-২০১১</td></tr>
</table>
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বর্ণিত সহকারী শিক্ষক (ইসলামধর্ম) জনাব মাহিনুর কে সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ধর্ম) পদে এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্ত কামনা করেছে।</td><td>জনবল কাঠামো অনুযায়ী কামিল /সমমান-এম,এ এবং ফাযিল/সমমান বি,এ (পাস) ডিগ্রী থাকায় কমিটি সহকারী শিক্ষক (ইসলামধর্ম) জনাব মাহিনুর কে অনলাইনে এম.পি.ও ভুক্তির আবেদন করার জন্য সুপারিশ করে।</td></tr>
<tr><td>০৯.</td><td>নুনগোলা ডিগ্রি কলেজটির অধ্যক্ষ জনাব সুলতান মাহমুদ গত ০৬/০৩/২০০০ তারিখে বগুড়া কলেজ বগুড়ায় (প্রভাষক), রাষ্ট্রবিজ্ঞান পদে যোগদান করে গত ০৮/১১/২০১৭ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কর্মরত থেকে বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত হন। তাঁর ইনডেক্স নং-৪৩৭৯৮১। সকল পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে অনুসরণ/প্রতিপালন করে তিনি বগুড়া সদর উপজেলার নুনগোলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে ০৯/১১/২০১৭ তারিখে স্বীয় পদে যোগদান করেন। তিনি গত নভেম্বর ২০১৭ হতে সরকারি অংশের বেতন-ভাতাদি না পাওয়ায় তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অর্থ কষ্টে দিন যাপন করছেন মর্মে মাননীয় সংসদ সদস্য জানিয়েছেন।</td><td>জনবল কাঠামোর ১৭(১) ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে।</td></tr>
</table>

১০.	গত ০৪/০১/২০১১ তারিখে নিয়োগ নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল এবং ০৭/০২/২০১১ তারিখের গভর্ণিং বডির সভার অনুমোদনক্রমে গাইবান্ধা আদর্শ কলেজে ইসলামী শিক্ষা বিভাগে শুন্য পদে মোহা: তারিক উজ জামানকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত উক্ত প্রভাষকের নাম এম.পি.ও ভুক্তির লক্ষ্যে একাধিকবার মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি তার নাম এম.পি.ও ভুক্ত করা হয়নি। ফলে তিনি মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। নিয়োগের সময় মহিলা প্রার্থী চেয়ে দু'বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল কিন্তু মহিলা প্রার্থী না পাওয়ায় তৃতীয়বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে তাঁকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।	জনবল কাঠামোর ১৭(১) ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বিষয়টি নিস্পত্তি করবে।
১১.	কুড়িগ্রাম জেলাধীন রাজারহাট উপজেলার অন্তর্গত আদর্শ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক এর বেতন বন্ধের কারণে মহামান্য হাইকোর্টে একটি রীট পিটিশন দাখিল করেন যার নম্বর-১৫০৫/১৬। মহামান্য আদালত শুনানী শেষে তার এম.পি.ও বন্ধ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিন্তু মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ বাস্তবায়ন না হওয়ায় তিনি কনটেম্পট মামলা ২৭৮/১৬ দায়ের করেন। উক্ত কনটেম্পট মামলার নির্দেশনা অনুযায়ি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ থেকে (বেসরকারি মাধ্যমিক-৩) স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০১৮(খন্ড-১).৯২, তারিখ: ১৩/০২/২০১৮ পত্র মোতাবেক তাঁর বন্ধকৃত বেতন ভাতার সরকারি অংশ ছাড় করণের নির্দেশনা দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর পত্র দেয়া হয়। উক্ত পত্র দেয়ার প্রায় দুই মাস পর এম.পি.ও প্রকাশ হলে ও অজ্ঞাত কারণে তাঁর বন্ধকৃত বেতন ছাড় করা হয়নি।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আদালতের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবে। অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত অনুযায়ী আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং দুনীতি দমন কমিশনে এ বিষয়ে মামলা দায়ের করবে মর্মে কমিটি সুপারিশ করে ।

সংযুক্তি :বর্ণনামতে

২৫/৪/১৮

(মো: কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৪০৫১৭

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন,ঢাকা ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা।
৩. সিনিয়র সিস্টেম্স এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪. পরিচালক,পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর,শিক্ষা ভবন,ঢাকা।
৫. উপসচিব ,কলেজ (অধিশাখা-৯), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা।